জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 12th Dec. 1956 | ২৯শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৭

১৯১৬ সালের ডিক্রীজারী

২২৪ খাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং সর্বমঙ্গলা দেবী দাবি ৬৪৸৬ পাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেণ্ডা জামুয়ার ৩-৩০ শতকের কাত ১২৸৶০ আঃ ২০০৲ খং ৪৪

২২৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮৶৬ মৌজাদি ঐ ৯০ শতকের কাত ৩৷৬ পাই আঃ ৫০৲ খং ৭৪৮।৪৮

২২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং শচীন্দ্রনাথ অধিকারী দিং দাবি ৪২৸৶৬ থানা ঐ মৌজে রামচন্দ্রবাটী ৫-৫৪ শতকের কাত ২৮৸৶৬ আঃ ২০০৲ খং ৬৩

২১৯ খাং ডিঃ শ্যামাপদ রায় দেং ফণিভূষণ প্রামাণিক দিং দাবি ২০৸৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ৫ শতকের কাত ১৶১ আঃ ৫৲ খং ৩৭১ জোত স্বত্ব

২২০ খাং ডিঃ প্রতিভাসুন্দরী দেবী দিং দেং হোসেন সেখ দাবি ২৮।৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ৯ শতকের কাত ২।৶০ আঃ ৫৲ খং ৩৮২ জোত স্বত্ব

২১৪ খাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠী দেং নীলরতন রায় দিং দাবি ৪৯।৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুতুবপুর ও নসীপুর ১-৩ শতকের কাত ৪৶৩ আঃ ২০৲

২১৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৮৶৯ মৌজাদি ঐ ৫-৮৬ শতকের কাত ২৩৷৶৮ আঃ ৫০৲ খং ৩২ ও ৬০

২১৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪০৶৬ পাই থানা ঐ মৌজে কুতুবপুর ৬৮ শতকের কাত ৫।৶৮ আঃ ২৫৲ খং ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

২১৭ খাং ডিঃ ঐ দেং উমেদ মণ্ডল দিং দাবি ৪৩৸৶৩ পাই থানা ঐ মৌজে নসীপুর ২-৬৩৸ শতকের কাত ১০৶৪ আঃ ৩০৲ খং ৫০

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

"দশ নম্বরের বেকুব"

বহু প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে আধা বাংলা আধা হিন্দী ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাতে দশ রকমের বেকুব অর্থাৎ নির্ব্বোধের কথা বলা হইয়াছে—

বেকুব নম্বর এক—
জিস্‌কা দো জেনানা দেখ।
বেকুব নম্বর দুই—
জিস্‌কা রাস্তা কিনার মে ভুঁই।
বেকুব নম্বর তিন—
ঋণ করকে দেয় ঋণ।
বেকুব নম্বর চার—
মোদীসে লেয় ধার।
বেকুব নম্বর পাঁচ—
বর্ত্তন কিনে কাঁচ।
বেকুব নম্বর ছয়—
ভায়ীসে জুদা হয়।
বেকুব নম্বর সাত—
মায়ীকে না দেয় ভাত।
বেকুব নম্বর আট—
ক্ষেতমে বুনে পাট।
বেকুব নম্বর নয়—
ধরমকে নাহি ভয়।
বেকুব নম্বর দশ—
ঔরৎ কো যো বশ।

(১) যার দুটী স্ত্রী তাকে এক নম্বর বেকুব বলা হইয়াছে—কারণ তার বাড়ীতে দিন রাত সতীনের ঝগড়া লাগিয়াই আছে। দুটি গৃহিণী থাকা সত্ত্বেও তার ভাগ্যে অন্ন হয় না, সে শান্তিও পায় না।

(২) যার রাস্তার ধারে জমি তাকে দুয়ের নম্বর বেকুব বলা হইয়াছে। কারণ পথের ধারে জমিতে যাহাই আবাদ করুক না কেন—গরু বাছুর রাস্তায় যাইতে যাইতে তাহা খাইবে। ছোলা, ইক্ষু প্রভৃতি লাগাইলে পথিকেরা তাহা তুলিয়া খাইবে।

(৩) যে অন্যের নিকটে ঋণ গ্রহণ করিয়া পরকে ঋণ দিয়া থাকে সে তিন নম্বরের বেকুব। কারণ তাহার ঋণ দাতা তাহার নিকটে ঋণ পরিশোধের জন্য জুলুম করিবে। রাজদ্বারে ডিগ্রী করিয়া সর্ব্বস্ব নীলাম করিয়া লইবে। তার মত অর্থহীনের নিকট যে ঋণ লইবে তাহার অবস্থাও তথৈবচ। কিছু থাকিলে অর্থহীনের দ্বারস্থ হয়? তার প্রাপ্য ঋণ আদায় কখনও হইবে না।

(৪) যে মুদীর দোকানে খাদ্য দ্রব্যাদি ধার বাকীতে খরিদ করে, তাহাকে চতুর্থ নম্বরের বেকুব বলা হয়। কারণ মুদী বেচা খরিদদারকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দ্রব্য লইতে বাধ্য করে, নগদ দাম যে না দিতে পারে তাকে অখাদ্য দ্রব্য লইয়া খাইতে হয়।

(৫) যে কাচের বাসন কিনে তাকে পাঁচ নম্বরের বেকুব বলে। তামা, পিতল বা কাঁসার বাসন ভাঙিলে তাহাও বাসনওয়ালারা ক্রয় করিয়া থাকে। পুরাতন ভাঙা ধাতুর বাসন বদল দিয়াও নূতন বাসন কিনিতে পাওয়া যায়। ভাঙা বাসন শুধু শুধু ফেলিয়া দিতে হয় না। কাচের বাসন টাকার মাল ভাঙিল, আবার পায়ে ফুটিয়া রক্তারক্তি হওয়া সম্ভব।

(৬) যে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হইবার জন্য মামলা মোকদ্দমা করে, তার মামলা খরচ, উকিল ইত্যাদির জন্য ব্যয় করিতে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। তাতে পৈতৃক কিছুই লাভ হয় না। এর সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে—

জিদে পড়ে ভাইয়ে ভাইয়ে,
করতে গেলাম মামলা—
কতক খেলে উকীল মোক্তার
কতক খেলে আমলা।
ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মামলা
যে দিন গেল মিটে
দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল
বাপ বরাপের ভিটে।

(৭) যে গর্ভধারিণীকে খেতে পড়তে দেয় না, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সে চিরদিন সমাজে নিন্দনীয়।

(৮) যে বেশী লাভের আশায় সমস্ত জমিতে খাদ্য দ্রব্যের আবাদ না করিয়া পাটের আবাদ করে যদি সে বৎসর পাটের অজন্মা হয় বা বাজার দর না উঠে তবে নির্ব্বোধের মত লোকসান সইতে হবে। ফসল এক বৎসর না হয় পর বৎসর বিক্রী করা যাবে। পুরাতন পাট খদ্দেরে পছন্দ করে না। আবার অগ্নিকাণ্ড হ'লে সর্ব্বনাশ।

(৯) যে ব্যক্তির ধর্ম্মের ভয় নাই। অধর্ম্ম আচরণ করাই যার কাজ, তার ইহকালে নিন্দা, লোকজনের কাছে অবিশ্বাসী হওয়া এবং পরলোকে নরক বাস হইয়া থাকে।

(১০) যাহাকে ঔরৎ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বশীভূত হইয়া দিন যাপন করিতে হয় তাহাকে দশ নম্বরের নির্ব্বোধ নাম দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা ভারতের ভাগ্য বিধাতা, ভারতের বাঁচন মরণ যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের তিন নম্বরের বেকুবদের সঙ্গে যে কতটা মিল হয় তাহা দেখিয়া খুব কষ্ট হয়। অথচ এই সব মহামানবকে বেকুব বলা চলে না। ইঁহাদের সম্বন্ধে খবরের কাগজ হইতে অবিকল নকল করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতিকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। নেপালের পাঁচশালা পরিকল্পনায় ৩৩ কোটি টাকা খরচ হইবে, তন্মধ্যে ১০ কোটি টাকা ভারত দিবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়াছে এবং আরও ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা এবারকার বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়াকে পোনে বার লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের নিকট ভারতের মোটা টাকা পাওনা আছে, তাহার উপর আরও টাকা ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের কাছে ভারতের ৩০০ কোটি টাকা পাওনা আছে, তাহা কিন্তু আদায়ের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। পরদেশকে সাহায্য করা ভাল, কিন্তু উদ্বৃত্ত টাকা থাকিলে তবেই তাহা করা উচিত। নিজেদের পাঁচশালা প্ল্যানের টাকা যেখানে জোটে না, বিদেশের কাছে হাত পাতিতে এবং প্রচণ্ড হারে কর বসাইতে হয়,

সেখানে বৈদেশিক সাহায্য আমাদের পক্ষে করা সমীচীন হইতেছে, অনেকেই ইহা মনে করিতে পারিবেন না।"

আয় কর আইনের পরিবর্ত্তন

করের হারের কোনও পরিবর্ত্তন না করিয়া আয়কর আইনটির ধারাসমূহ সহজ ও সরল করার কাজ আইন কমিশন আরম্ভ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে কেহ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কোনরূপ সুপারিশ করিতে ইচ্ছুক হইলে আগামী বৎসরের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের মধ্যে আইন কমিশনের আণ্ডার সেক্রেটারীর নিকট ৫ নং জোড় বাগ, নয়াদিল্লী,—ঠিকানায় উহা জানাইতে পারেন।

ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য পরিদর্শকের অভিযোগক্রমে গত ৭ই ডিসেম্বর দশ জন ভেজাল দুগ্ধ বিক্রেতার ৫৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক করার ব্যবস্থা

গত ৩০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রীসভার পূর্ব্ব দিনের বৈঠকে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত নীতি অনুযায়ী বিচারকগণ মামলার তদন্ত ও বিচারের ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। ১৪৪ ধারার ন্যায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রতিরোধমূলক যে সকল ধারা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট, তাহা বিচার বিভাগের এই ক্ষমতার মধ্যে পড়িবে না। সরকার শীঘ্রই এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার উপযোগী আইন প্রণয়ন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই নয়া ব্যবস্থায় অফিসারদের ইচ্ছানুসারে শাসন অথবা বিচার বিভাগে থাকিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

রাজ্যপরিবহন প্রাধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

—•—

অধিক দূরত্বের রুটগুলিতে মাল বহনের জন্য সংগঠিত সার্ভিস চালু করার উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিবহন প্রাধিকার প্রায় ৪৫০টি পাবলিক কেরিয়ারের পারমিট দিবেন ঠিক করেছেন। বিভিন্ন রুট এবং কোন্ রুটে আনুমানিক কত পারমিট দেওয়া হবে নীচে দেওয়া হল :— (১) কলকাতা-বরাকর ভায়া জি, টি, রোড—১৫০ (২) কলকাতা-দুর্গাপুর ভায়া জি, টি, রোড—৪০ (৩) কলকাতা-পানাগড় ভায়া জি, টি, রোড—ইল্লমবাজার-শিউড়ি-বোলপুর —৪০ (৪) অণ্ডাল-শিউড়ি ভায়া ইল্লমবাজার-সাঁইথিয়া, রাধারঘাট (রাধারঘাটে গঙ্গার ওপর ব্রীজ নির্মাণ যখন শেষ হবে এই রুট তখন ভায়া বহরমপুর-জলঙ্গী পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে)—৪০ (৫) কলকাতা-কৃষ্ণনগর-পলাশীপাড়া-বহরমপুর-লালগোলা —৪০ (৬) কলকাতা-কৃষ্ণনগর-বহরমপুর-জঙ্গীপুর-ধুলিয়ান—১০০ (৭) কলকাতা-কৃষ্ণনগর করিমপুর-জলঙ্গী—৪০। মোট ৪৫০। নিম্নলিখিত শর্ত্তাধীনে রুট হিসাবে উপরিউক্ত পারমিটগুলি দেওয়া হবে :— (ক) এই সমস্ত রুটে যে সব পাবলিক কেরিয়ার চলবে সে সমস্ত গাড়ীগুলি মাল তোলা বা নামানোর জন্য নির্দ্দিষ্ট রুট ছেড়ে পাঁচ মাইলের বেশি অন্য রাস্তায় যেতে পারবে না। (খ) অধিক দূরত্বের পারমিট হোল্ডাররা স্থানীয় পারমিট হোল্ডারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না সুতরাং কোন একটি অঞ্চলে তাঁরা মাল তুলতে বা নামাতে পারবেন না। (গ) এই ধরণের পারমিটপ্রাপ্ত প্রতিটি গাড়ীর সংগে মাল প্রেরণকারীর নাম ও ঠিকানাযুক্ত প্রেরকের স্বাক্ষরযুক্ত গাড়ীতে যে মাল চালান দেওয়া হচ্ছে তার বিবরণ ও পরিমাণ এবং পারমিট হোল্ডার বা স্বীকৃত দালালের স্বাক্ষরযুক্ত চালান রাখতে হবে। (ঘ) পারমিট হোল্ডারকে বর্ত্তমান প্রোফর্মা অনুসারে সাময়িক রিটার্ণ জমা দিতে হবে। (ঙ) পাঁচ বছর হিসাবে এই পারমিট দেওয়া হবে। (চ) জনস্বার্থ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনে রাজ্য পরিবহন আরো নূতন শর্ত্ত যোগ করতে পারেন। যাঁরা সমবায় সমিতি অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠিতভাবে মাল বহনের জন্য গাড়ী চালিয়ে থাকেন পারমিট ইস্যু করবার ব্যাপারে তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা একটিমাত্র গাড়ী চালিয়ে থাকেন গুণ অনুসারে তাঁদের আবেদনপত্র বিবেচিত হবে। ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মোটর যান আইনের সংযোজন অনুসারে পি, পি, ইউ, সি, এ, ফর্ম্মে আবেদনকারীর আর্থিক ও প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সঙ্গতি সম্পর্কে এক বিবৃতি ও আবেদনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কে সুপারিস সহ ফর্ম্মের কভারের উপর নির্দ্দিষ্ট রুটের নাম লিখে সচিব, রাজ্য পরিবহন প্রাধিকার, পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা —১ এই ঠিকানায় এ্যাকোনলেজমেণ্ট ডিউ সহ রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠাতে হবে। অন্যভাবে পাঠালে আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট নূতন করিবার জন্য এবং পাবলিক ক্যারিয়ার ও কনট্রাক্ট ক্যারেজের পারমিটের জন্য যে সকল ব্যক্তি আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের নোটিশ বোর্ডে এবং জেলার দূরবর্ত্তী মহকুমা অফিসগুলির নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে যদি কাহারও কোন বক্তব্য থাকে, তবে এই নোটিশ প্রকাশিত হইবার পর ৩০ দিন পর্য্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক তাহা গ্রহণ করা হইবে। স্বাঃ পি, রায় চৌধুরী, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

"মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিখান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে"

সকল সময়ে, সব ঋতুতে
জবাকুসুম আপনার কেশ-সৌন্দর্য
বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য
করবে।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, ৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১১৭, আর্মেনিআন ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ-১

CKJ.3BE.56

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত